

# সুখানুভূতি

মোঃ আবদুল খালেক

শরীরে বাড়তি তাপ জানায় আক্রান্ত ভাইরাস  
লবনশিশির ঘামে ঝরে রক্ত পরিশ্রম  
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ।  
রোগ বাচালীর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ  
উড়ন্ত বজ্র গুলি নিমিষে হাটে ফাটে  
মৃত্যুর লক্ষণ, কাদে উপসর্গ হয়ে  
প্রানে প্রানে চন্দ্রকলা খেলে ।

প্রকৃতির আকারহীন আকাশে  
সুখানুভূতির উদয় অস্ত নাই-  
আদ্যোপান্ত প্রাবিত প্রেমাবেগ  
ফুল্ললিত বসন্তছোঁয়া আনন্দ বন্যা  
হৃদয় অলিন্দে, দিগন্তে বয়স যতই মলিন ।  
মহাসমুদ্রের গর্জন নিরব হয় না  
পৃথিবী ঘুমালে কিংবা চাঁদের অনুরোধে  
কখনও দরিদ্র ভূষনে বাতাস নাচলেও,  
সে তো সমুদ্র, অনন্ত ঠাই উদার নীল  
আছে মহাকাশ জুড়ে, জীবন চোখের কোনে ।

শেষ বিকেলে হিমালয় ক্লান্ত ধূলায়  
আকাশ রোদন মাটির ছোঁয়ায়,  
ধমনীরা নাচে গলার ভাঁজে, এলোমেলো  
দাঁতের অগ্রাংশ কাটে দাঁতের মায়া  
সৌর যাতাকলে শতমূলী জীবন,  
সুখানুভূতির অগ্রাহ্য বয়স সংখ্যা ।  
ক্ষয়ে যাওয়া মৌসুমী রংধনু ঝরে  
গতি বার্ষিকীর লঙ্ঘিত আঁচড়ে,  
কিংবা কৌকড়ানো চামড়ার ক্রন্দন মাঝে  
বিদ্রোহী যৌবন অলিন্দে অটল ।

যৌবনই সুখানুভূতির বাহক বীরদর্পে,  
আমি কখনই,  
অনুভবে বৃক্ষে হরিৎপত্র দেখিনা,  
উচ্ছল সমুদ্রে ভাটার টান,  
মেঘ আড়ালে নীলের বিনাশ  
না, যৌবনবৃদ্ধজীবন ।